

নং- ১৪৬/এফআরসি/এফআরএম/২০২০/১৯

তারিখঃ ০২ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৬ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ২০১৫ প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ডাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS) ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IFRS) এর প্রয়োগ কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত কোম্পানীর আর্থিক বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ছিল। ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ২০১৫ প্রবর্তনের মাধ্যমে এই আইনের ধারা ২(৮) ও কাউন্সিল কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন পত্র নং- ১৭৯/এফআরসি/এফআরএম/প্রজ্ঞাপন/২০২০-০১ তারিখ ১১ মার্চ ২০২০ অনুসারে নির্ধারিত ‘জনস্বার্থ সংস্থা’ যাদের অন্য কোন আইনের অধীন আর্থিক বিবরণী বা বার্ষিক প্রতিবেদন বা উভয়ই প্রস্তুত করার বাধ্যবাধকতা আছে তাদেরকে আর্থিক বিবরণী বা বার্ষিক প্রতিবেদন বা উভয়ই উক্ত আইন এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইনের অধীন গৃহীত ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ডাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS), ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, কোড, নির্দেশনা, বিধি ও প্রবিধান সমূহ অনুসরণক্রমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এই আইনের অধীন কাউন্সিল কর্তৃক তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হয়েছে-এই মর্মে নিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন বলতে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ২০১৫ এর ধারা যথাক্রমে ২(৩) ও ২(২২) এ বর্ণিত সংজ্ঞাকে বিবেচনায় নিতে হবে।

‘জনস্বার্থ সংস্থা’-র আর্থিক বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরার ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ডাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS) ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IFRS) এর প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ২০১৫ এর ধারা ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩ ও ৬৫ এর মাধ্যমে যথাক্রমে ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩, কোম্পানী আইন ১৯৯৪, বীমা আইন ২০১০ ও মাইক্রোফ্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন ২০০৬ সমূহে সংশোধনী আনয়নকারী কয়েকটি ধারা সংযোজিত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরা এবং তা কোন সরকারি দপ্তরে বা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বর্ণিত আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনে সহায়তার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্য ও ব্যাখ্যা সহ জনস্বার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি হল:

- **ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন)** এর ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর পর দুইটি নতুন উপ-ধারা (১ক) ও (১খ) সংযোজিত হইয়াছে।
“(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত জনস্বার্থ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাংকিং কোম্পানীর কর্তব্য হইবে উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করা।
(১খ) বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮)এ সংজ্ঞায়িত ‘জনস্বার্থ’ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত আর্থিক বিবরণী বা অনুরূপ বিবরণী বা প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।
- **আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন)** এর ধারা ২৩ এর পর একটি নতুন ধারা ২৩ক সংযোজিত হইয়াছে।
(২৩ক)। নিরীক্ষকের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা। ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত “জনস্বার্থ সংস্থা” হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হইবে উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণে প্রস্তুতকৃত তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করা।
- **কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)** এর ধারা ১৮৫ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নতুন দুইটি উপ-ধারা (২ক) ও (২খ) সংযোজিত হইয়াছে।
(২ক) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত “জনস্বার্থ সংস্থা” হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন কোম্পানীর দায়িত্ব হইবে উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসারে প্রস্তুতকৃত তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করা।
(২খ) জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এরূপ কোন কোম্পানী কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।
- **কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)** এর ধারা ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) সংযোজিত হইয়াছে।
(১ক) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত জনস্বার্থ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন কোম্পানীর আর্থিক বিবরণী দাখিল করিতে পারিবে না, যদি না উক্ত আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে একই আইনের ধারা ৪০ অনুসারে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত স্ট্যান্ডার্ডস সমূহ অনুসরণ করা হয়।
- **মাইক্রোফ্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন)** এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৪) ও (৫) সংযোজিত হইয়াছে, যথা:
(৪) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত “জনস্বার্থ সংস্থা” হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হইবে উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা।
(৫) উক্ত কর্তৃপক্ষ কোন বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা কোন তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।

এতদ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রযোজ্য সকল ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ডাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS) ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IFRS) সকল ‘জনস্বার্থ সংস্থা’-র আর্থিক বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও প্রনয়ণে যে কোন আইনের ব্যত্যয় (non-compliance) হইলে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ কাউন্সিলের ওয়েব সাইট <https://www.frcbd.org/> এ পাওয়া যাবে।

(মোহাম্মদ মহিউদ্দীন আহমেদ, এফসিএ)

নির্বাহী পরিচালক

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং মনিটরিং বিভাগ

ফোনঃ-৯৮৩৩৭২৫